CONSULATE GENERAL OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3rd Floor,No.1399,Dianchi Rd
Kunming-650228,China
Tel:+86 0871 64329670/1
Fax:+86 0871 64329673

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিঃ

যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় কুনমিংয়ে বাংলাদেশের মহান জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস-২০২৩ উদযাপিত

যথাযথ মর্যাদা ও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কুনমিংয়ে বাংলাদেশের ৫২তম মহান জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হয়েছে। দূতাবাসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দসহ ২৬ মার্চের সকালে বাংলাদেশ ভবন, কুনমিং- এর প্রাঙ্গনে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে মান্যবর কনসাল জেনারেল জকি আহাদ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের কর্মসূচির সূচনা করেন। এসময় মহান জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

উল্লেখ্য যে, মহান জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, কুনমিং ২৬ মার্চ ২০২৩ তারিখে কুনমিংয়ের বিখ্যাত শাইনিং স্টার হটস্প্রিং হোটেলে কূটনৈতিক অভ্যর্থনার (diplomatic reception) আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে চীনা সরকারের নের্তৃত্ব স্থানীয় ব্যাক্তিত্ব, ইউনান প্রদেশের ভাইস চেয়ারপার্সন ওয়াং শুফেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও পররাষ্ট্র, বাণিজ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন দফতরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ছাড়াও সরকারি ও সামরিক কর্মকর্তাগণ, কুনমিংয়ে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কনসাল জেনারেল ও কূটনীতিকগণ,স্থানীয় উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী, সাংবাদিক, শিক্ষক, গবেষক, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মান্যবর কনসাল জেনারেল জকি আহাদ স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অতিথিদের শুভেচ্ছা জানিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে ২০৪১ সালে স্মার্ট বাংলাদেশের বার্তার বিষয়টি জোড়ালোভাবে প্রকাশ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের ভূমিকা, বিশেষকরে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করেন।বাংলাদেশের অভাবনীয় জিডিপি অর্জনের কথাও তুলে ধরেন। বাংলাদেশ ও চীন সরকারের মধ্যে বিদ্যমান সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করে কনসাল জেনারেল তাঁর বক্তব্যে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার অনুন্মেচিত সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার উপর জোর দেন।

এরপর, রাষ্ট্রদূত বিশিস্ট অতিথিদের নিয়ে জাতীয় দিবসের কেক কাটেন। অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে বাংলা ভাষায় অধ্যায়নরত চীনা ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় একটি সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের সুস্বাদু চাইনিজ খাবারের মাধ্যমে আপ্যায়ন করানোর পাশাপাশি বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়। পুরো অনুষ্ঠান জুড়েই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বৈশ্বিক অর্জন তুলে ধরে নির্মিত ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়।